নিম-জাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দেশিকা

ভূমিকা

ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইসেশন (ইউনিডো) এবং ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউনেপ), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফেসিলিটির (জেফ) সহায়তায় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ডাইক্লোরোডাইফিনাইলট্রাইক্লোরোইথেন (ডিডিটি) র বিকল্প হিসেবে নন-পারসিসটেন্ট অর্গানিক পল্যুট্যাণ্ট তৈরি করা এবং তার প্রচার করার জন্য ভারত সরকারের সাথে কাজ করছে। এই বিকল্পটি হল নিম-জাত দ্রব্য, যা কিনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব-কীটনাশক হিসাবে ক্রমাগত জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। এই নিম-জাত দ্রব্যগুলো ম্যালেরিয়া সহ নানাধরণের ভেক্টর বাহিত রোগের প্রতিরোধক হিসেবে সফলতা লাভ করেছে। সর্বোপরি, নিম-জাত এই দ্রব্যগুলো পরিবেশ বান্ধব এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিডিটির সম্ভাব্য বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে, ভারতে নিম-জাত দ্রব্য শুধুমাত্র পাইকারি বাজারেই বিক্রি করার অনুমোদন রয়েছে।

যেসব নিম-জাত দ্রব্যের **প্রাথমিক উপাদান অ্যাজাডিরাকটিন (নিমে প্রাপ্ত একটি সক্রিয় উপাদান),** শুধুমাত্র সেগুলোই গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক তৈরিতে কাজে লাগানো যায়। এটি ভারতীয় কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেন্ট্রাল ইনসেক্টিসাইড বোর্ড অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন কমিটির (সিআইবিঅ্যান্ডআরসি) দ্বারা অনুমোদিত। যদি কোন ফরমুলেসনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নিম গাছের কোন অংশ থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেটিকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।

নির্দেশিকা

নিম-জাত দ্রব্যের ব্যবহারকারীদের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশিকা :

- এই পণ্যগুলো ব্যবহার করার সময় পণ্যের উপর লিখিত 'ব্যবহারের নির্দেশাবলী', 'ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা' এবং 'পণ্যটির উপযোগিতা' ভালোভাবে পড়তে হবে।
- পণ্যগুলোকে শুধুমাত্র তাদের নির্ধারিত উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে। যেমন ধরা যাক, মশারোধক পণ্যগুলো কোনও অসুস্থতা বা রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ, নিরাময় বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তৈরি নয়।
- যদি কোন পণ্য বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য হয় যেমন রুম স্প্রে, তাহলে সেটিকে শরীরে প্রয়োগ করা যাবেনা।
- দ্রব্যের লেবেলে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারেই যেকোনো পণ্য মজুত করা উচিৎ।
- যে পণ্যগুলো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত এবং ব্যবহার করা নিরাপদ শুধুমাত্র সেগুলোই ব্যবহার করা উচিৎ।
- পণ্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ দেখে নিতে হবে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া পণ্যের ব্যবহার কখনোই উচিৎ নয়।
- গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত নিম-জাত কীটনাশক অতিরিক্ত ব্যবহার করা উচিৎ নয়, বা প্রস্তাবিত ডোজের বেশি প্রয়োগ করা উচিৎ নয়।
- শেষ হয়ে যাওয়া কীটনাশকের প্যাকেট এবং অব্যবহৃত বা মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশকগুলো বিপজ্জনক বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত। কাজেই সেগুলোকে লেবেলে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসারে ফেলা উচিৎ।
- শেষ হয়ে যাওয়া এবং অব্যবহৃত বা মেয়াদোত্তীর্ণ আয়ুর্বেদিক ওষুধের ক্যান/পাউচগুলোকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস, ২০১৬ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা উচিৎ।
- পণ্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ দেখে নিতে হবে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া পণ্যের ব্যবহার কখনোই উচিৎ নয়।
- গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত নিম-জাত কীটনাশক অতিরিক্ত ব্যবহার করা উচিৎ নয়, বা প্রস্তাবিত ডোজের বেশি প্রয়োগ করা উচিৎ নয়।
- শেষ হয়ে যাওয়া কীটনাশকের প্যাকেট এবং অব্যবহৃত বা মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশকগুলো বিপজ্জনক বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত। কাজেই সেগুলোকে লেবেলে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসারে ফেলা উচিৎ।
- শেষ হয়ে যাওয়া এবং অব্যবহৃত বা মেয়াদোত্তীর্ণ আয়ুর্বেদিক ওষুধের ক্যান/পাউচগুলোকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস, ২০১৬ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা উচিৎ।

DO NOT PRINT